343

343
MUKUNDADĀS
Karmakṣetrera gāna. Ṣaṣṭha saṃskaraṇa.
Bariśāla (Calcutta printed): Mukundadāsa, [1932?].
24 p. 18 cm.
Nationalistic songs.
PP Ben B 35

NATIONAL ARCHIVES

Bengal IV/1931 (G.L.) PP BEN. B 35

কর্ম্মক্ষেত্রের গান

ষষ্ঠ সংস্করণ।

প্রকাশক—

শ্রীমুকুন্দ দাস

বরিশাল

মূল্য ৵৫ পয়সা মাত্র।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

"জয় মা কালী"

"কর্ম্মক্ষেত্রের গান"

গীত ।

মা মা ব'লে ডাক দেখি ভাই,
ডাক দেখি ভাই সবে রে।
মা মা ব'লে কাঁদলে ছেলে,
মা কি পারে রইতে রে॥
জাগিবে জননী কুলকুণ্ডলিনী,
জাগিবে শক্তি জাগিবে রে।
খুলে যাবে প্রাণ দিতে পারবি প্রাণ,
স্বদেশ-কল্যাণ তরে রে॥

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

মায়ের শ্রীচরণ-তরী ভরসা করি,
ভাসাও দেহ-তরীরে।
তবে মা হবেন কাণ্ডারী সুখে যাবি তরি,
ভয় কি অকূল পাথারে রে॥
দেখ ভারতবাসী ঐ এলোকেশীরে,
মাণিকহারে হাত কেঁপেছেরে।
এ মুকুন্দ কয় আর কারে ভয়,
জয় জয় ডঙ্কা বাজা রে॥

গীত। ২

ঝড়ের মুখে পাখীর বাসা
যেমন টলমল;
যেমন নলিনদলে জল।
ক্ষণিকের এই রঙ্গীন জীবন,
তেমনি চপল হারে তেমনি চপল;
আজ আছে কাল রবে কি না,
কে বলিবে বল, কে বলিবে বল॥
তারি লাগি ও ভোলা মন,
কেনরে এত আয়োজন,
করা বুলি কড়া আঁখি,
মন-ভরা গরল মন-ভরা গরল।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ভোরের বেলায় আলোর খেলায়,
শিশির উজল, শিশির উজল ;
সেই আলো তার বুকের মাঝে,
শুকিয়ে তোলে জল, শুকিয়ে তোলে জল।
সুখের দিনের এই যে নেশা,
এই আলো আর জলে মেশা,
দিন না যেতে ফুরিয়ে যে যায়,
দিনের সম্বল দিনেরি সম্বল।
সুখ যে হবে দুঃখের সাথী,
নিব্‌বে প্রদীপ রাতারাতি.
ঐ তারার পানে লক্ষ্য রেখে,
আপন পথে চল, আপন পথে চল ॥

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী।

গীত। ১

মা একি মজার খেলা ভাস,
পেতেছ এ ভবের মেলায়।
বেটে মা আপন হাতে,
রং সব রেখেছ হাতে,
বদ রং দিয়েছে হাতে,
দেখে পেল হাস।

হবে ব'লে সাত তুরুক,
ছ'খান রংএ বেঁধেছ মুখ,
ছ' রংএ করছো তুরুক,
হয় সাধে কি হতাশ।
কে বোঝে মা তোমার বাজী,
কারে কি ভাবে কর রাজী,
পাঁচ দশে পঞ্চাশের বাজী,
সব ফেরাই দিচ্ছে পাশ।
কেন ক'রে এত ছলনা,
মুকুন্দে দিচ্ছ যাতনা,
যাবে মা যাবে জানা
পেলে হাতের পাঁচ।

গীত। 4

কি আনন্দ-ধ্বনি উঠ্‌লো বঙ্গভূমে,
বঙ্গভূমে বঙ্গভূমে বঙ্গভূমে,
ভারতভূমে।
আনন্দে আনন্দধামে,
হচ্ছে বেচাকিনি,
দেশী ধুতী দেশী চিনি এইমাত্র শুনি,
বিদেশী আর কি কিনি।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

মায়ের কৃপায় পেলেম ফিরে,
চরকা হেন ধনে,
তাই দিদি রেখেছি আমি অতি সযতনে,
আমার চরকা ধনে।
চরকা আমার পিতা মাতা
চরকা বন্ধু সখা,
চরকায় ভাত কাপড় পরি, জোড়ায় জোড়ায় শাঁখা,
চরকা প্রাণের সখা।
হাতের কঙ্কন নাকের বেসর,
পরি খদ্দর শাড়ী,
সুতো কেটে পরেছি এবার হাতীর দাঁতের চুড়ী,
চরকা আর কি ছাড়ি।
মুকুন্দ দাসে বলে,
ভাল সুযোগ পেলে,
মা বোনরা সব ধর চরকা
বন্দে মাতরম্ ব'লে
হবে সুখ কপালে।

গীত।

প্রণমি তোমারে, প্রণমি তোমারে,
সম্মুখে পশ্চাতে নমি, নমি তোমায় বারে বারে।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ধূলার মাঝে তোমায় নমি,
দিগন্তেরই দূর পারে,
শৈলশিরে তোমায় নমি,
নমি নীল পারাবারে,
প্রণমি তোমারে।

ফুলের রূপে তোমায় নমি,
নমি শ্যাম তৃণভারে,
মেঘের ছায়ার পায়ে নমি,
নমি স্নিগ্ধ বারিধারে,
প্রণমি তোমারে।

অনলে অনিলে নমি,
নমি রবি চন্দ্রমারে,
অশনিতে তোমায় নমি,
নমি ফুল্ল তারা হারে,
প্রণমি তোমারে।

সুদূর অনাগতে নমি,
নমি পুণ্য অতীতেরে
আজিকার এই সুখে দুঃখে,
নমি তোমায় বারে বারে,
প্রণমি তোমারে।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

জন্ম মৃত্যু মাঝে নমি,
নমি বুকের রক্তধারে,
মিলনেতে তোমায় নমি,
বিরহের ব্যথা ভারে,
প্রণমি তোমারে।

আশা দিয়ে তোমায় নমি,
স্মৃতির দগ্ধ ধূপাধারে,
ধৈর্য্য বীর্য্য মাঝে নমি,
নমি গো পুরুষকারে,
প্রণমি তোমারে।

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী।

গীত। 6

মায়ের জাতি গ'ড়ে তোল,
মায়ের জাতি জাগিয়ে তোল,
সকল কাজের ঐ ত গোড়া,
ভেঙ্গে দেরে তাদের গোল।
মেয়েদের এই হাইস্কুলে,
মা হবে না কোন কালে,
তাই তোরা ভাই সবার আগে,
মায়ের মন্দির গড়ে তোল।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

গার্গী লীলা খনার দেশে,
কাপড় হ'লো গাউন শেষে,
দেখে শুনে ও অন্ধের মতন,
খাঁটি দুধে চাল্‌ছিস্ ঘোল।
মায়ের জাতি উঠ্‌লে গড়ে,
ছেলে মিল্‌বে ঘরে ঘরে,
বাজবে আবার বিজয় ভেরী :
জয় ডঙ্কা সানাই ঢোল।

গীত। ৭

ডাকবো কি শুনবে কিরে,
আছে কি কারো কাণ
পাবো কি এমন ছেলে,
মায়ের লাগি কাঁদে প্রাণ॥
দেশ বিদেশে ঘুরে ঘুরে,
কত ভাবের গাইনু গান .
সে গান শুন্‌লে না কেউ,
(বুঝ্‌লে না কেউ)
কোন সুরেতে ধরছি তান।

আমরাই নাকি বিশ্ব মাঝে
বিশ্বপতির শ্রেষ্ঠ দান,
আজ উপোস ক'রে দিন কাটাচ্ছি,
থাক্‌তে মোদের ক্ষেতে ধান।
ভাব্‌-সাগরে বইছে হাওয়া,
কালসাগরে ডাক্‌ছে বাণ,
হাল ছেড়ে দে, ঢেউ কাটিয়ে,
পার হ'য়ে যাক তরীখান।
(মায়ের নামের জয় দিয়ে রে)

———

গীত। ৪

পণ ক'রে সব লাগ্‌রে কাজে,
খাট্‌বো মোরা দিন কি রাত্‌।
বাংলা যখন পরের হাতে
কিসের মান আর কিসের জাত।
মাড়োয়ারী দিল্লীওয়ালা
উড়ে পার্শী ভাটিয়ারা,
মোটর হাঁকে চৌতালায় থাকে,
আমাদের নাই পেটে ভাত।
যে দিকে যাই বাংলা দেশের,
সকল দিকই কর্‌ছে গ্রাস,

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

তোরাই শুধু কেরাণীর দল,
বোড়ের চালেই হলি মাত॥
এমন ক'রে পরের হাতে,
বিকিয়ে দিলি সোণার দেশ,
ধিক্ বাঙ্গালী নীরব রইলি,
থাক্‌তে চৌদ্দ কোটী হাত॥

গীত। ৭

রাম রহিম না জুদা কর ভাই,
মনটা খাঁটি রাখ জি;
দেশের কথা ভাব ভাইরে
দেশ আমাদের মাতাজী।
হিন্দু মুসলমান এক মায়ের ছেলে,
তফাৎ কেন করো জী;
দু'ভায়েতে দু'ঘর বেঁধে করি
একই দেশে বসতি।
টাকায় ছিল এক মণ চা'ল ভাই,
এখন বিকায় পশারী,
এর পরেতে হতে হবে,
ঐ গাছের তলায় বসতি।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

গীত।

ধন্য দেশের চাষা,
এদের চরণ-ধূলা পড়লে মাথায়,
প্রাণ হয়ে যায় খাসা।
কপটতার ধার ধারে না,
সত্য ছাড়া মিথ্যা কয় না,
প্রাণের কথা গুছিয়ে বলার,
নাইকো এদের ভাষা :
প্রাণ-ভরা আনন্দ এদের,
বুক্‌টা স্নেহের বাসা,
চিন্‌লে এ সব সোণার মানুষ,
মিট্‌ত দেশের সব পিয়াসা।
নাই জুতা নাই তেমন কাপড়,
ছেড়া নেংটি ছেড়া চাদর,
তাতেই তুষ্ট এমনি মিষ্ট,
যেন প্রেম-সাগরে ভাসা :
(এ সব) দেবতা ছুঁলেই জাত যায় মোদের,
মোরা এমনি বুদ্ধি-নাশা :
যাদের রক্তে জগৎ তুষ্ট,
তাদের দেখ্‌লে কুঞ্চিত করি নাসা।
এরা কর্ম্মনিষ্ঠ বীরই বটে,
ছোট বলে খুবই চটে,

(কারো) দুঃখ দেখ্‌লে শিউরে ওঠে,
(ওদের) এমনি ভালবাসা ;
অন্ধ মনিব চিন্‌লি নারে,
এই দেশের চাষা ;
যারা প্রাণ দিয়েও মনিব বাঁচায়,
এক স্বর্গই যাদের আশা।

গীত।

বিশ্ব-প্রসবিনী, ত্রিলোক-পালিনী,
প্রলয়কারিণী, ত্রিগুণময়ী শ্যামা।
অসুরনাশিনী, নৃমুণ্ডমালিনী,
শ্মশান-চারিণী, ভীষণা ভীমা শ্যামা।
শত কোটী যোগিনী, নাচিছে সঙ্গে,
থিয়া থিয়া ধেই ধেই, কত না রঙ্গে,
রুধির শতধারা, বহিছে অঙ্গে,
রক্ত মধুপানে, মাতঙ্গিনী শ্যামা।
হা-হা হা-হা হি-হি হি-হি, অট্ট অট্ট হাসে,
শিষ্টপালিনী আজ দুষ্ট বিনাশে,
কম্পিত অরিকুল, শঙ্কিত ত্রাসে,
আনন্দে শবোপরি নৃত্য করিছে শ্যামা।

অগণিত দেবগণ গাহিছে জয় গীতি,
রবি শশি তারকা, করিছে আরতি ;
জাগিল না ভারত, গেল না ভীতি
উঠালে না তারে তুমি, দীনতারিণী শ্যামা।

গীত। 12

জাত গেছে সে জাতির,
যারা প্রাণ দেখে না বিচার ক'রে,
দেখে কেবল বাহির।
ধর্ম্ম যাদের লুকিয়েছে,
ভাতের হাড়ির মাঝে,
সাধুতা যার কপটতা,
ভক্ত কেবল সাজে ;
অর্থে মাপে মনুষ্যত্ব,
কর্ম্ম কেবল নাম জাহির।
মুখ বাজিতে বেজায় দর
ভক্তি চোখের জলে,
কাজের বেলায় দে পগার পার,
থলিতে হাত প'লে ;
বন্ধু কেবল পাবার বেলায়
দেবার বেলায় নাই খাতির।

৺হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

গীত ১৩

শক্তিপূজা কথার কথা না,
যদি কথার কথাই হ'তো
চিরদিন ভারত শক্তিপূজে
শক্তিহীন হ'তো না।
কেবল ঢাকের গর্জনায়
আর চাকের বাজনায়,
শক্তিপূজা হয় না।
এক মন-বিল্বদল,
ভক্তি-গঙ্গাজল,
হৃদয়-শতদল
দিলে হয় মায়ের সাধনা।
দিলে আতপান্ন,
আর কি মিষ্টান্ন,
মা যে তাতে ভোলেন না।
এক জ্ঞান-দীপ জেলে,
একান্ত-ধূপ দিলে
ব্রহ্মময়ী পূর্ণ করেন কামনা।
বনের মহিশ অজা,
মায়ের বাছা,
মা সে বলী ল'ন না।
যদি বলি দিতে আশ,

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

যার যার স্বার্থ কর নাশ,
বলিদান কর বিলাস বাসনা।
কাঙ্গাল কয় কাতরে,
জাত বিচারে শক্তিপূজা হয় না;
সকল বর্ণ এক হ'য়ে,
ডাকো মা মা বলে;
নৈলে মায়ের পূজা কভু হবে না।

কাঙ্গাল ৺হরিহর মজুমদার

গীত।

করমেরি যুগ এসেছে,
সবাই কাজে লেগে গেছে,
মোরাই শুধু রব কি শয়ান;
চির দিনই রবো নীচে
চল্‌বো সবার পিছে পিছে,
সহিব শত অপমান।
জেগেছে জগতে সবে,
ব'সে নাই কেউ নীরবে,
একই সুরে ধরিয়াছে গান;
নিজেরে ভেবনা হীন,
ধনী মানী দুঃখী দীন;
এ যুগে সকলি সমান

সে সুরে সুর মিলাইয়ে
করম পতাকা নিয়ে
দলে দলে হ'য়ে আগুয়ান;
দ্বেষ হিংসা পায়ে দ'লে,
আয় ছুটে আয় চলে
ত্রিশ কোটী হিন্দু মুসলমান।
মরণ-সাগর পার,
হতে হবে সবাকার,
দিন গেল বেলা অবসান;
তরী বুঝি ছেড়ে যায়,
উঠে পড় খেয়া নায়,
ভয় নাই মাঝি ভগবান।

গীত। ৮

হাসিতে খেলিতে
আসিনি এ জগতে,
করিতে হবে মোদের,
মায়েরি সাধনা;
দেখাতে হবে আজি,
ভারতবাসী সবে,

এখনো ভারতের,
যায়নি রে চেতনা।
গম্ভীর ওঁকারে—,
হুঙ্কারী দে রে ডাক—,
শিহরি উঠুক বিশ্ব,
মেদিনীটা ফেটে যাক,
আমাদের জন্মভূমি,
দেবতার লীলাভূমি,
দেবগণ আসুক নেবে,
পূর্ণ হউক কামনা।
স্বার্থক হবে তবে
এ জনম সবাকার,
ছেলের গৌরবে হবে,
গৌরবিনী মা আমার ;
জগত লুটিবে পায়,
ঘুচে যাবে যত দায়,
মিটে যাবে মুকুন্দের
চিরদিনের বাসনা।

গীত।

ও ভাই চল্‌রে চল্‌রে
চল্‌ করমের নিশান উড়ায়ে চল্‌ ;
বাজা না নামের ভেরী

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ধরা হউক রে টলমল ।
চল্ চল্ চল্ ॥
ব'সে কি ভাবিস তোরা,
ডাক্‌ছে মা কেউ দিস্‌নে সাড়া
তোরা কি জ্যান্তে মরা,
হলিরে সকল ।
চল্ চল্ চল্ ॥
দেবতা ঐ আকাশ 'পরে,
অভয় দিছেন অভয় করে,
যায় যদি প্রাণ দেশের তরে,
পাবি মোক্ষ ফল ।
চল্ চল্ চল্ ॥
মায়ের নামের ডঙ্কা দিয়ে,
দাঁড়ারে তোরা বুক ফুলিয়ে,
দেখে মুকুন্দ জয় মা বলে,
বাজাক্‌রে বগল ।
চল্ চল্ চল্ ॥

গীত । ১৭

ভরসা মায়ের চরণ তরণী
আমরা এবার হবোই পার,
ভয় গেছে দূরে অভয় পেয়েছি,
মাভৈঃ বাণী শুনেছি মা'র ;

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

বীর-প্রসবিনী জননী মোদের,
বীরের জাতি আমরা বীর,
বিলাসে ব্যসনে ধরেছিল জড়া,
নত হয়েছিল উন্নত শির ;
জানিনা কাহার চরণ পরশে,
উজলি উঠিল পূরবাকাশ,
মোহ মদীরার নেশা গেল ছুটে,
তামসী নিশার হইল নাশ ;
জাগিল স্মৃতিতে পূরব গরিমা,
কালিমা মুছাতে হবেই হবে,
দাঁড়ারে সকলে জয় মা বলিয়া,
তোদের বিজয় হবেই হবে।

গীত। 18

স্বরাজ সে দিন মিলিবে যে দিন,
চাষার লাগিয়া কাঁদিবে প্রাণ।
তাঁদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায়ে,
মণ্ডমে তোরা তুলিবি তান ॥
দেবতার আশীষ বর্ষিবে সে দিন,
অজস্র ধারায় মাথার' পর,
আসিবে নামি নূতন শকতি,
নব বলে সবে হবি বলিয়ান,
শক্তিতে হবি শক্তিমান ॥

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

কোটী কোটী মিলিত কণ্ঠে
তখনই উঠিবে গান,
যে গানে আবার হইবে মিলিত,
হিন্দু মুসলমান ;
মা মা বলিয়ে উঠিবে ফুকারী,
ভারতের নরনারী,
হোমানল জ্বালি বসিবে যজ্ঞে,
পূর্ণাহুতি করিবে দান ;
সাধনার সিদ্ধি স্বরাজ তোদের,
তখনই হইবে মূর্ত্তিমান ॥

গীত। ৭

কোন ফাগুনের হাওয়া এ যে,
কোন সাগরের ঢেউ।
বুঝ্‌লে না তো কেউ ॥
কোন করমির তূর্য্যনাদে,
কাঁপ্‌ছে ধরাখান,
ভারতবাসীর পরাণ-গঙ্গায়,
ডাকলো আবার বাণ,
কালের ভেরী বাজ্‌ছে কেন,
ভাবলে না তো কেউ।
ভাইত বসি এই শ্মশানে,

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

অমানিশার রাতে,
ব'সে যাবে সাধকের দল,
মায়ের সাধনাতে ;
সিদ্ধি তোদের হবেই হবে
ভয় করিসনে কেউ ॥

গীত। 20

আয় না রে ভাই আপনি ছুটি ;
কেন পা থাকিতে নিবি লাঠি।
দেশী জিনিষ থাক্‌তে কেন,
বিদেশীতে মন মজাও ভাই ;
মোটা ভাত আর মোটা কাপড়ে,
চলে না কি মোটামুটি।
বিটের চিনি কলের ময়দা,
কাজ কিরে আর খেয়ে তারে ;
আউখী গুর আর যাতার আটা,
খাবো খানা পরিপাটী।
ছেড়ে দেও না রেশমী চুরী
শাঁখার কি আর অভাব দেশে ;
মুকুন্দের কথা ধর ভাইবোন সব
হ'য়ে খাঁটী।

গীত। 21

ছেড়ে দাও রেশমী চুরী, বঙ্গনারী,
কভু হাতে আর পড়ো না।
জাগগো ও জননী ও ভগিনী,
মোহের ঘুমে আর থেক না;
কাচের মায়াতে ভুলে শঙ্খ ফেলে,
কলঙ্ক হাতে পড়ো না।
তোমরা যে গৃহলক্ষ্মী ধর্ম্ম সাক্ষী
জগত ভরে আছে জানা;
চটকদার কাচের বালা ফুকের মালা,
তোমাদের অঙ্গে শোভে না।
নাইবা থাক মনের মতন স্বর্ণভূষণ,
তাতেও যে দুঃখ দেখি না।
সিঁথিতে সিন্দুর ধরি বঙ্গনারী,
জগতে সতী শোভনা।
বলিতে লজ্জা করে প্রাণ বিদরে,
কোটী টাকার কম হবে না।
পুঁতে কাঁচ ঝুটা মুক্তায় এই বাংলার,
নেয় বিদেশে কেউ জানে না।
ঐ শোন বঙ্গমাতা শুধান কথা,
জাগো আমার যত কন্যা,
তোরা সব করিলে পণ মায়ের এ ধন
বিদেশে উড়ে যাবে না।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আমি যে অভাগিনী কাঙ্গালিনী
দু'বেলা অন্ন জোটে না ;
কি ছিলেম কি হইলেম কোথা এলেম,
মা যে তোরা ভাবিলি না।

আচার্য্য—শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী

গীত। ২১

না জাগিলে মা এমন করিয়া
দিত কি ভারতে সকলে সাড়া ;
খুলিত কি আজ রুদ্ধ দুয়ার,
বহুদিন যা খোলে নি তারা।
উঠিত কি আজ মিলনের গীতি,
মিলিত কি আজ হিন্দু মুসলমান,
ভাই ভাই তারা এমন ধারা।
বহিত কি আজি প্রতিকূল বায়ু,
এমন প্রলয় ঝটিকা প্রায় ;
পারিত বলিতে মুক্ত আমরা,
ভয়ে মৃত প্রায় ছিলরে যারা।
ভেঙ্গে গেছে এবার সকলের ঘুম,
আর ঘুমাবে না ভারত কখনো ;
দেখাইবে আজ ভারতই আবার,
এ জগতে যারা আছে পথহারা।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

গীত। 22

তরুণ অরুণ কিরণে প্রকৃতি,
সেজেছে নূতন করিয়া,
প্রভাতি গাহিছে পঞ্চম রাগে,
জাগরণ গীতি পাপিয়া ;
পুলকে বিশ্ব উঠিল শিহরি,
খুলে গেল সব কুটীর দ্বার,
জাগালো জননী সন্তানগণে,
লাগালো আপন করমে তার ;
বন্দী মায়ের চরণ দু'খানি,
আশীষ সাগরে করিয়া স্নান,
বাহিরিলা সব মত্ত কেশরী,
ধরিয়া মায়ের বিজয় গান ;
পেয়েছে বাঙ্গালী মায়ের অভয়,
গিয়াছে তোদের মরণ ভয় ;
এরাই পরিবে বিজয় তিলক
এরাই বিশ্ব করিবে জয়।

সমাপ্ত।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA